



10670 - সদ্য-বধিবা নারী যা কিছু থেকে বরিত থাকবনে

প্রশ্ন

আমার স্বামী মারা গছেন। আমার ক'করণীয়। ক'কি বিষয় থেকে আমাকে বরিত থাকতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সদ্য-বধিবা তথা স্বামীর শোকপালনরত নারীকে যে বিষয়গুলো থেকে বরিত থাকতে হবে হাদিসে সগেলোর বর্ণনা এসছে।

সগেলো হচ্ছে- পাঁচটি বিষয়:

এক. যে বাড়ীতে তার স্বামী মারা গছে সে বাড়ীতে অবস্থান করা। তার ইদ্দত শেষে হওয়া পর্যন্ত তিনি এখানে থাকবনে। ইদ্দত শেষে হবে চার মাস দশদিনে। তবে যদি গর্ভবতী হন তাহলে সন্তান প্রসব করার মাধ্যমে তার ইদ্দত শেষে হবে। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর গর্ভধারিনীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।” [সূরা ত্বালাক, আয়াত: ৪] কোন প্রয়োজন কথিবা জরুরী অবস্থা ব্যতীত ঘর থেকে বেরে হবনে না। যমেন- অসুস্থ হলে হাসপাতালে যাওয়া, প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও এ জাতীয় অন্য কিছু কোনোর জন্য কাউকে না পলে বাজারে যাওয়া, অনুরূপভাবে ঘরটি যদি ধ্বংসে পড়ে তাহলে তিনি এ ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলে যাবনে, কথিবা তাকে সঙ্গ দয়ার মত যদি কেউ না থাকে এবং তিনি নিজের উপর আশংকা করনে এ রকম প্রয়োজনের প্রক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে আপত্তি নাই।

দুই. তিনি সুন্দর কাপড়-চোপড় পরবনে না; সটো হলুদ হোক বা সবুজ হোক বা অন্য কোন রঙের হোক। বরং অসুন্দর কাপড়-চোপড় পরবনে; সটো কালো বা সবুজ হোক বা অন্য কোন রঙের হোক। মোটকথা হল, অসুন্দর কাপড় হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই নরিদশে দিয়েছেন।

তিনি. স্বর্ণ, রৌপ্য, ডায়মন্ড, মুক্তা কথিবা এসব ধাতুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য কোন ধাতু দিয়ে তৈরী অলংকার পরবনে না; সটো গলার হার হোক, হাতের চুড়ি হোক, আংটি হোক কথিবা এ ধরণের অন্য কোন অলংকার হোক না কনে; ইদ্দত শেষে হওয়া পর্যন্ত পরবনে না।

চার. সুগন্ধি পরহার করবনে। সটো ধূপধূনার মাধ্যমে সুগন্ধি গ্রহণ হোক কথিবা অন্য কোন সুগন্ধি হোক না কনে। তবে, হয়যে থেকে পবত্রি হলে কিছু ধূপ দিয়ে ধূপধূনা করতে কোন অসুবিধা নাই।



পাঁচ. সুরমা লাগানো বর্জন করবনে। তিনি সুরমা লাগাবনে না এবং সুরমার মত অন্য যা কিছু চহোরার রূপ চর্চায় ব্যবহৃত হয় সেগুলোও ব্যবহার করবনে না। অর্থাৎ যবে বশিষে রূপচর্চা দ্বারা মানুষ আকৃষ্ট হয় সেটো বর্জন করবনে। পক্ষান্তরে, সাবান ও পানি দিয়ে সাধারণ রূপচর্চা করতে কোন বাধা নাই। কিন্তু, সুরমা যা দিয়ে চক্ষুদ্বয়কে সুন্দর করা হয় কথিবা সুরমার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য যবে সকল জনিসি নারীরা চহোরাতবে ব্যবহার করে থাকে সেগুলো ব্যবহার করবনে না।

যবে নারীর স্বামী মারা গছে তে এই পাঁচটি বিষয় মনে চলতে হবে।

পক্ষান্তরে, সাধারণ মানুষ যবে ধারণা করে থাকে কথিবা বানিয়ে বানিয়ে বলে থাকে, যমেন- কারো সাথে কথা বলতে পারবে না, টেলিফোনে কথা বলতে পারবে না, সপ্তাহে একবারে বশি গোসল করতে পারবে না, খালি পায়ে ঘরে হাঁটতে পারবে না, চাঁদরে আলোতে ববে হতে পারবে না ইত্যাদি এগুলো কুসংস্কার; এগুলোর কোন ভিত্তি নাই। বরং তিনি খালি পায়ে ও জুতা পায়ে নজি ঘরে হাঁটতে পারবনে। নজিরে প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারবনে। নজিরে জন্ম ও মহেমানরে জন্ম খাদ্য রান্না করতে পারবনে। বাড়ীর ছাদে কথিবা বাগানে চাঁদরে আলোতে হাঁটতে পারবনে। যখন ইচ্ছা তখন গোসল করতে পারবনে। সন্দহেরে উদ্রকে সৃষ্টি করে না এমন কথাবার্তা যবে কারো সাথে বলতে পারবনে। নারীদের সাথে ও মাহরামদের সাথে মোসাফাহা করতে পারবনে; গায়রে মাহরামদের সাথে নয়। তার কাছে মাহরাম ছাড়া অপর কটে না থাকলে মাথার ওড়না খুলে রাখতে পারবনে। মহেদে, জাফরান ও সুগন্ধি ব্যবহার করবনে না। পোশাকাদতিও না, কফতিও না। কেননা জাফরান এক ধরণের সুগন্ধি। বয়িরে প্রস্তাব দবিনে না; তবে ইঙ্গিত দতি অসুবিধা নাই। কিন্তু, স্পষ্ট বয়িরে প্রস্তাব দবিনে না। আল্লাহই তাওফকিদাতা।

[শাইখ বনি বায়েরে ফতোয়া ‘ফাতাওয়া ইসলামিয়া’ (খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৫-৩১৬)]

আরও বিস্তারতি জানতে দেখুন: ফাইহান আল-মুতাইরি রচতি ‘আল-ইমদাদ বি আহকামলি ইহদাদ’ এবং খালদে আল-মুসলহি রচতি ‘আহকামুল ইহদাদ’।